কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩৪তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩৪তম সভা গত ৯/৫/৯৯খ্রি. (২৬/১/১৪০৬ বাং) তারিখ সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় ডঃ জহুরুল করিম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।
সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক জনাব মোঃ হাবিবুল হক কে অনুরোধ করেন। আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ ০৬-৯-৯৮খ্রি. (৫-২২-১৪০৫ বাং) তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ৩৩তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করণ।
সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি জনাব মোঃ হাবিবুল হক, বিগত ৩৩তম সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে জানান যে, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ০৯-০৯-৯৮খ্রি. তারিখের ১৩৮৬(১৬) সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে কমিটির সদস্যদের নিকট ইহা বিতরণ করা হয়েছিল। উক্ত কার্যবিবরণীর উপর অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায় নি। এ ছাড়া অদ্যকার সভায়ও কোন সদস্য মন্তব্য করেন নি।
সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৩৩তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ৩৩তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি।
২.১) সদস্য সচিব আরো জানান যে, কারিগরি কমিটির ৩৩তম সভায় (ক) ধানের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতি অনুমোদন (খ) ধান, গম, পাট, আলু ও আখের মাঠমান ও বীজমান (গ) আলু ও আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি আলোচনার জন্য বিগত সভার কার্যপত্রে উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু সময়ের অভাবে বিষয়গুলো আলোচনা করা যায়নি। এ বিষয়ে পরবর্তী (৩৪তম) সভায় আলোচনা করার জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সে মোতাবেক উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতিটি পৃথক পৃথক আলোচ্য সূচীতে উপস্থাপন করা হয়েছে।
২.২) ১৯৯৮ বন্যা পরবর্তী সময়ে হাইব্রিড জাতের নিবন্ধীকরণ ও মাঠ মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মাঠ মূল্যায়ন দলনেতা ও সদ্যদের সমন্বয়ে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর উদ্যোগে একটি কর্মশিবির আয়োজনের কথা ছিল বিগত ১৬-১১-৯৮ইং তারিখে ব্রি এর অডিটরিয়মে উ্কত বিষয়ে এসসি এ এবং বিএআরসি'র যৌথ উদ্যোগে একটি ফলপ্রসু কর্মশিবির বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
২.৩) বিগত ১৯৯৭-৯৮ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড জাতের কিছু ট্রায়াল করার ক্ষেত্রে যে সকল স্থানে চেক ভ্যারাইটির ব্যবহার করা হয় নাই এ বিষয়ে যথাসময়ে মাঠ মূল্যায়ন দলনেতাগণ ও সদস্য সচিবদের নিকট ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য পত্র দেয়া হয়েছিল।
সিদ্ধান্ত ঃ ৩৩তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দকে অবহিত করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ কারিগরি কমিটির সুপারিশ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের অগ্রগতি।
৩.১) সদস্য সচিব সভায় অবহিত করেন যে, হাইব্রিড ধান আলোক-৬২০১, লোকনাথ-৫০৩, সিএনএসজিসি-৬ ও অমরশ্রী-১ হাইব্রিড জাত চারটিকে বোরো মৌসুমে পাইলট কর্মসূচী হিসেবে আবাদের নিমিত্তে বর্ধিত পরিসরে সাময়িক অনুমতি দেয়ার জন্য কারিগরি কমিটি কর্তৃক জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪০তম (বিশেষ) সভায় বোরো মৌসুমে পরবর্তী ৩ বছরের জন্য সাময়িকভাবে আমদানী ও বিক্রয়ের জন্য অনুমোদন করা হয় এবং ৪র্থ বছর থেকে চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য দেশে উক্ত হাইব্রিড ধানের জাতসমূহের বীজ উৎপাদন করে বাজারজাত করার শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

৩.২) বি এস আর আই আখ-২৯ জাতটি বিগত কারিগরি কমিটির ৩৩তম সভার মধ্যম (Medium) পরিপক্ক জাত হিসেবে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪১তম সভায় বিএসআরআই আখ-২৯ জাত হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে।

৩.৩) গমের কৌলিক সারি বিএডব্লিউ-৮৯৭ এবং বিএডব্লিউ-৮৯৮ কারিগরি কমিটি কর্তৃক যথাক্রমে বারি গম-১৯ এবং বারি গম-২০ নামে সারা দেশে আবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪১তম সভায় বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি গম-১৯ এবং বারি গম-২০ জাত হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়েছে।

৩.৪) ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত বিআর-৪৩৮৪-২ বি-২-২ এইচ আর-৩ (ব্রি ধান-৩৭) এবং বিআর-৪৩৮৪-২বি-২-২-৪ (ব্রি ধান-৩৮) সুগন্ধি ও সরু ধানের জাত হিসেবে খুলনা ও বরিশাল অঞ্চল ব্যতিত দেশের অন্যান্য অঞ্চলে আমন মৌসুমে চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য কারিগরি কমিটি কর্তৃক জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ডে ৪১তম সভায় তা অনুমোদিত হয়েছে।

৩.৫- বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক উদ্ভাবিত বিনা ধান-৫ এবং বিনাধান-৬ জাত দুটি কে বোরো মৌসুমে সারাদেশে আবাদের জন্য ছাড়করণের নিমিত্তে কারিগরি কমিটি কর্তৃক জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪১তম সভায় বিনা ধান-৫ ও বিনা ধান-৬ জাত হিসেবে বোরো মৌসুমে সারাদেশে আবাদের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৩৩তম সভার সুপারিশসমূহ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের অগ্রগতি উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দকে অবহিত করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ ধানের ডিইউএস(DUS) টেষ্ট পদ্ধতি অনুমোদন ঃ

সদস্য সচিব জানান যে, ধানের ডিইউএস টেষ্ট এবং ভিসিইউ পদ্ধতি ৩-১০-৯৬ইং তারিখে দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের (ব্রি, বিনা, বিএইউ, ডি এই, বিএডিসি এবং এসসিএ) প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ব্রি এর সেমিনার কক্ষে ওয়ার্কসপে প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের গঠিত বিশেষ কমিটি তা পরিমার্জিত ও আংশিক সংশোধন করে। কারিগরি কমিটির ৩২তম সভায় পদ্ধতিটি প্রথম আলোচিত হয় এবং ডিইউএস টেষ্ট করার জন্য ধানের জাত ছাড়করণের যেন বিলম্ব না ঘটে সে জন্য রিজিওনাল ইল্ড ট্রায়ালের সময় গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডিইউএস টেষ্ট করার জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে ধানের প্রয়োজনীয় বীজ সরবরাহের সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং জাত ছাড়করণে ডিইউএস টেষ্টের সুবিধা, প্রয়োজনীয়তা, বর্তমান ছাড়করণ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি সম্পৃক্ত করার জন্য আলোকপাত ও পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় পুনরায় আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কারিগরি কমিটির ৩৩তম সভায় বিষয়টি সময়ের স্বল্পতায় আলোচিত হয় নি। সভাপতি মহোদয় ধানের প্রস্তাবিত ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতির বিষয়ে মতামত প্রদানের আহক্ষানের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ লুৎফর রহমান প্রস্তাবিত পদ্ধতির শিরোনামে ডিইউএস এবং ভি সি ইউ টেষ্ট এর পরিবর্তে কেবল ডিইউএস টেষ্ট অংশ বিবেচনায় নেওয়া এবং ডিইউএস টেষ্ট অংশে দু' একটি বিষয়ে উপর ব্যাখ্যা জানতে চান। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় ব্রি এর মতামত আহক্ষান করেন। ব্রি এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডঃ আবদুস ছালাম অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ধানের প্রস্তাবিত ডিইউএস টেষ্টের জন্য যে সব অত্যাধিক সংখ্যক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে তা সহজ সাধ্য নয় এবং ব্রি এর পরিচালক (গবেষণা) বলেন যে, ধানের জাত ছাড়করণের ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে চলে আসা বর্তমান পদ্ধতিটি বহাল রাখা যেতে পারে। এ প্রসংগে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ডঃ আবদুর রাজ্জাক জানান বিগত ১৯৯৮ সন থেকে গমের ডিইউএসটেষ্ট হয়ে আসছে। তিনি আরো বলেন জাতের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করার ফলে জাত সনাক্তকরণেও সুফল পাওয়া যাচ্ছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (কৃষি) ডঃ এস বি সিদ্দিকী বলেন পাটের ডিইউএস টেষ্ট গত ১৯৯৮ইং সন থেকে এসসিএ এর কন্ট্রোল ফার্মে শুরু হয়েছে এবং পদ্ধতিটির বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে বিবেচ্য বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা পারস্পারিক সমঝোতার ভিত্তিতে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। জাতের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্য জাত ছাড়করণে ডিইউএসটেষ্ট করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ) জনাব জি এম মঈন উদ্দিন বলেন নূতন উদ্ভাবিত জাতের সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা অত্যাবশ্যকীয়। তিনি আরো বলেন জাতের বর্ণনা তৈরীতে এবং জাতের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণে ডিইউএস টেষ্টের অবশ্যই গুরুত্ব রয়েছে। সভাপতি মহোদয়ের আহবানের প্রেক্ষিতে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে ডিইউএস টেষ্ট বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন চলমান বিশ্বের সাথে তাল রেখে চলতে আমাদের জাতগুলোকেও সনাক্ত করা প্রয়োজন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক, জনাব মোঃ আবু ইছা বলেন প্রস্তাবিত ধানের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতিটি কারিগরি কমিটির পক্ষে একটি ছোট কমিটি গঠন পূর্বক পদ্ধতিটির ত্রুটি বিচ্যুতি সনাক্ত করে তা পুনরায় সংশোধন করা যেতে পারে। সভাপতি মহোদয় সার্বিক বিচেনায় বলেন ডিইউএস টেষ্ট বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে একটি স্বীকৃত বিষয়। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

১। ধানের প্রসারিত ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতিটি পর্যালোচনা করে দেখার জন্য নিম্নরুপে একটি কমিটি গঠন করা হলো এবং কমিটি আগামী ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে প্রস্তাবিত ধানের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতিটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা নির্ধারণ সহ একটি সুস্পষ্ট সুপারিশ তৈরীপূর্বক কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট পেশ করবেন।

নাম ও পদবী	
১। ডঃ ফরহাদ জামিল, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর	আহবায়ক
২। ডঃ আবদুল খালেক পাটোয়ারী, প্রফেসর, বাকৃবি, ময়মনসিংহ	সদস্য
৩। ডঃ আবদুল হামিদ, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিনা, ময়মনসিংহ	সদস্য
৪। জনাব মোঃ মোস্তাফা হোসেন, ব্যবস্থাপক (কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা	সদস্য
৫। জনাব মোঃ আবু ইছা, উপ-পরিচালক, ডিএই, ঢাকা	সদস্য
৬। ডঃ ইন্দ্রজিত রায়, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএআরসি, ঢাকা	সদস্য
৭। জনাব মনির উদ্দিন খান, মূখ্য বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	সদস্য-সচিব

২। প্রস্তাবিত ধানের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতির উপর কারিগরি কমিটির একটি বিশেষ সভা আহ্বান করা হবে। উল্লেখিত কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত পদ্ধতিটি কারিগরি কমিটির বিশেষ সভা অনুষ্ঠানের ১ (এক) সপ্তাহ পূর্বেই তা সকল সদস্যদের নিকট পৌছানো নিশ্চিত করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ ধান, গম, পাট, আলু ও আখের মাঠমান ও বীজমান পুনঃনির্ধারণ।

সদস্য সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক গঠিত ধান, গম, পাট, আলু ও আখের বীজমান ও মাঠমান পুনঃনির্ধারণ কমিটি কর্তৃক সুপরিশকৃত মাঠমান ও বীজমান কারিগরি কমিটি কর্তৃক জাতীয় বীজ বোর্ডের অনমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ডে ৩৯তম সভা (মুলতবী সভায়) কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং এর বিবেচনায় গৃহীত মাঠমান ও বীজমান পুনরায় কারিগরি কমিটি কর্তৃক পুনঃ পরীক্ষা করার জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এ সভায় বিষয়টির উপর বিএডিসি'র প্রতিনিধিবৃন্দ প্রস্তাবিত পুনঃনির্ধারিত মাঠমান ও বীজমানের বিভিন্ন অসংগতি ও মুদ্রণ জনিত ত্রুটির বিষয়ে আলোকাপাত করেন। এ প্রসংগে বীজমান ও মাঠমান পারিপার্শ্বিক দেশের বীজমান ও মাঠমানের সাথে সংগতিপুর্ণ কিনা তা যাচাই করে দেখা এবং প্রস্তাবিত পুনঃনির্ধারিত মাঠমান ও বীজমানের অসংগতিগুলো সংশোধন করার জন্য এটি কমিটি গঠন করার নিমিত্তে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১। জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবিত পুনঃনির্ধারিত মাঠমান ও বীজমান পর্যালোচনাপূর্বক অসংগতিপূর্ণ বিষয়গুলো নিরুপণ করে সংশোধন করার জন্য ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হলো ঃ

১। জনাব মনির উদ্দিন খান মূখ্য বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	আহ্বায়ক
২। জনাব জালাল উদ্দিন ব্যবস্থাপক (বীপ্রস), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা	সদস্য
৩। ডঃ আবদুস ছালাম প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি, গাজীপুর	সদস্য

২। উপরোক্ত কমিটি ধানের জন্য ভারত ও ফিলিপাইন এবং গমের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের মাঠমান ও বীজমানের তথ্যাদিসহ একটি সুপারিশপত্র আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে কারিগরি কমিটির সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণ করবেন।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ আলু ও আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি।

আলু ও আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি দুটি কারিগরি কমিটির ৩০তম সভায় গঠিত "আলু আখের বীজ প্রত্যয়নের সুপারিশ তৈরী কমিটি" কর্তৃক প্রনীত হয়েছিল। প্রস্তাবিত পদ্ধতি দু'টির উপর মতামত প্রদানের জন্য পুনরায় প্রণীত পদ্ধতির অনুলিপি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। বিএডিসি থেকে আলু বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে মতামত দেওয়া হয়েছে যে, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ জনবল ও ল্যাবরেটরীর সুবিধাদি থাকলে কৃষি মন্ত্রণালয়/জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্তক্রমে বীজ আলু প্রত্যয়ন করতে পারে। তবে বীজমান ও মাঠমান আলুর ক্ষেত্রে শিথিল করা সংগত হবে না। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ আলুর বীজমান ও মাঠমান পূর্বের মত বহাল রেখে আলু ও আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ বি আর ৫৯৬৯-৩-২ (ব্রি ধান-৩৯) এর অনুমোদন।

প্রস্তাবিত ধানের কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। এই ধানের গাছের উচ্চতা ১০৫-১১০ সেঃমিঃ। জীবন কাল ১২০-১২৫ দিন। ফ্লাগলিফ স্বাভাবিকের চেয়ে একটু চওড়া। পাকা ধানের রং সোনালী সাদা, চাল লম্বা ও সরু। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২২ গ্রাম। ব্রি ধান-৩৯ আলোক সংবেদনশীল নয় এবং প্রচলিত ব্রি ধান-৩২ এর চেয়ে ৮-১০ দিন আগাম। ফলন হেক্টরপ্রতি ৪-৪.৫ টন (উপরোক্ত তথ্যাদি ব্রি এর আবেদন পত্রে উল্লেখ রয়েছে, দেখা যেতে পারে।)

বাংলাদেশের ৬টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহী, যশোর, রংপুর) অঞ্চলের ৭টি স্থানে প্রস্তাবিত এই জাতটিকে মাঠ মূল্যায়ন করা হয়। ৭টি স্থানেই প্রস্তাবিত জাতটি প্রচলিত ব্রি ধান-৩২ অপেক্ষা স্বল্পজীবনকাল বলে প্রমাণিত হয়েছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের দাগনভূঞাতে সর্বনিম্ন ১১৫ দিন এবং কুমিল্লার জগতপুরে ১৩৭ দিন জীবনকাল পাওয়া গিয়েছে। ৩টি স্থানে বিএলবি, ২টি স্থানে খোল পচা, ১টি স্থানে কান্ড পচা ও খোল পচা রোগ পরিলক্ষিত হয়েছে। ১টি স্থানে মাজরা পোকা, ও ১টি স্থানে গান্ধী পোকার আক্রমন পাওয়া গিয়েছে। ৭টি স্থানের মধ্যে ২টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের ফলন প্রচলিত ব্রি ধান-৩২ জাতের চেয়ে বেশী পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটি কুমিল্লা অঞ্চলে সর্বনিম্ন ২.৪২ টন/হেক্টর এবং যশোর অঞ্চলে সর্বোচ্চ ৫.২২ টন/ হেক্টর ফলন পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবিত জাতের ধান গাছের উচ্চতা প্রচলিত ব্রি ধান-৩২ অপেক্ষা কম হওয়ায় ঢলে পড়া প্রতিরোধক্ষমতা সম্পন্ন বলে উদ্ভাবনকারী ব্রিডার সভায় তথ্য উপস্থাপন করেন। ৫টি অঞ্চল থেকে প্রস্তাবিতজাতটি ছাড়করণের পক্ষে মতামত দেয়া হয়েছে। জাতটির বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে স্বল্প-জীবনকাল সম্পন্ন, ঢলে পড়া প্রতিরোধক্ষমতা ও ফলন আশানুরূপ বিবেচনা করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বি আর ৫৯৬৯-৩-২ (ব্রি ধান-৩৯) কৌলিক সারিটিকে সারা দেশে আমন মৌসুমে আবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৮ ঃ ব্রি প্রস্তাবিত আই আর ৩৩৩৮০-৭-২-১-৩ (ব্রি ধান-৪০), বি আর ১১৯২-২বি-৩৫ (ব্রি ধান-৪১), বি আর ৫৩৩১-৯৩-২-৮-৩ (ব্রি ধান-৪২) এবং বি আর-৫৮২৮-১১-১-৪ (ব্রি ধান-৪৩) এর অনুমোদন।

প্রস্তাবিত ব্রি ধান-৪০, ব্রি ধান-৪১, ব্রি ধান-৪২ এবং ব্রি ধান-৪৩ এর উপস্থাপিত বিভিন্ন তথ্য সভায় বিশ্লেষণ করা হয়। প্রস্তাবিত ব্রি ধান-৪১, ব্রি ধান-৪২ এবং ব্রি ধান-৪৩ জাত তিনটির লবণাক্ততা সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট ব্রিডার সভায় উপস্থাপন করেন। সভাপতি মহোদয় লবণাক্ততা সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ার যথেষ্ট তথ্য আবেদন ফরমে দেখানো হয়নি বলে মন্তব্য করেন। বিশেষ করে ধানের ফুল আসা থেকে দানা পুষ্ট হওয়া পর্যন্ত লবণাক্ততা এলাকার মাটিতে প্রস্তাবিত জাতগুলোর পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ লবণাক্ততা সহনশীল প্রস্তাবিত ব্রি ধান-৪১, ব্রি ধান-৪২, এবং ব্রি ধান-৪৩ জাতগুলো চারা থেকে দান পুষ্ট হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন স্টেইজে লবণাক্ততা সহনশীলতায় পরীক্ষার উপাত্তসহ পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

বিবিধ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ঃ

বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২/৫/৯৯ইং তারিখের ৯৯ সংখ্যক পত্রে উল্লেখিত জাতীয় বীজ বোর্ডের বিগত সভাগুলোর যে কয়টি সিদ্ধান্ত এখনো বাস্তবায়িত হয়নি এর মধ্যে কারিগরি কমিটি কর্তৃক বাস্তবায়ন করার বিষয়গুলো এ সভায় উপস্থাপিত হয় এবং আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নরুপে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভার ক্রমিক নং	কারিগরি কমিটি কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য বিষয়	অগ্রগতি/কারিগরি কমিটির সিদ্ধান্ত
জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৬ তম	আলু ও আখের মৌল বীজ প্রত্যয়নের বিষয়ে পৃথক সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কারিগরি কমিটিকে অনুরোধ জানানো হলো।	কারিগরি কমিটির ৩৪তম সভায় আলু ও আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি অনুমোদিত হয়েছে এবং তা জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। (আলোচ্য বিষয় ৬ এর সিদ্ধান্তে এ ব্যাপারে উল্লেখ রয়েছে।)
জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৮তম	ধানের আগাম, প্রকৃত ও নাবি জাতকে সংজ্ঞায়িতকরার জন্য সুপারিশ প্রদানের জন্য কারিগরি কমিটিকে অনুরোধ জানানো হল।	ধানের জাত প্রস্তাবকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জাত ছাড়করণের আবেদন পত্রের সাথে প্রস্তাবিত জাতের আগাম, প্রকৃত ও নাবী জাত হিসেবে যে ব্যাখ্যা উল্লেখ করে থাকে সে আলোকেই ধানের আগাম, প্রকৃত ও নাবী জাত হিসাবে গন্য করা সমীচিন হবে বলে সভাপতি মহোদয় সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন।
জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম	ফসলের মাঠমান ও বীজমান পুনঃ নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি পুনঃ পরীক্ষা পূর্বক পরবর্তী বোর্ডসভায় উপস্থাপনের জন্য কারিগরি কমিটিকে অনুরোধ জানানো হলো।	কারিগরি কমিটির ৩৪তম সভায় ফসলের প্রস্তাবিত পুনঃনির্ধারিত মাঠমান ও বীজমানের ক্ষেত্রে কিছু অসংগতি লক্ষ্য করা গেছে এবং প্রস্তাবিত বীজমানটি পারিপার্শ্বিক দেশের সাথে বিশেষ করে ধানের জন্য ভারত ও ফিলিপিন এবং গমের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের বীজমান ও মাঠমান এর সাথে তুলনাপূর্বক একটি সুপারিশ তৈরী করণের নিমিত্তে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সুপারিশ পাওয়া গেলে কারিগরি কমিটির মতামতসহ যথাসময়ে জাতীয় বীজ বোর্ডে পেশ করা হবে। (আলোচ্য বিষয় ৭নং এর সিদ্ধান্তে এ ব্যাপারে উল্লেখ রয়েছে)।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ হাবিবুল হক)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ জহুরুল করিম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।